তারিখ 16 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

জাতীয়করণে ক্যাডার নন-ক্যাডার দ্বন্দ্ব

■ নিজামুল হক

নতুন জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের নন ক্যাডার হিসেবেই দেখতে চান বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা। অন্যদিকে ক্যাডার পদেই থাকতে চান জাতীয়করণের অপেক্ষায় থাকা কলেজের শিক্ষকরা। এ নিয়ে চলছে দ্বন্দ্ব, যা আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। শিক্ষা ক্যাডারের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি জাতীকরণকৃত কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত না করে আলাদা বিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার দাবি জানিয়েছে। এ নিয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনও ডেকেছে সমিতি।

অন্যদিকে কলেজ জাতীয়করণের অপেক্ষায় থাকা একাধিক শিক্ষক বলেছেন, 'আমরা অপ্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধ। সরকারিকরণের গেজেটের অপেক্ষায় রয়েছি। এরপরই আন্দোলন এবং প্রয়োজনে আদালতে যাব।' তারা বলেন, অতীতে জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের যেভাবে ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে একই নিয়ম হতে হবে। একইসঙ্গে যেদিন থেকে তারা চাকরি শুরু করেছেন সেদিন থেকেই জ্যেষ্ঠতা গণনাও করতে হবে।

জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের বিধি নেই : অধিদপ্তর

তবে শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'বিধিমালায় কোথাও বলা নেই জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবুও আমরা ক্যাডার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম।' নতুন বিধিমালার বিষয়ে তিনি বলেন, 'এখনো নতুন বিধিমালা তৈরি হয়নি। নতুন বিধিমালা না হওয়া পর্যন্ত পুরনো বিধিমালা অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে এবং ওই বিধিমালায় ক্যাডার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয় কিছুই বলা নেই'।

জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক-কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০-এ বলা হয়েছে, জাতীয়করণের আগে কোনো শিক্ষক চার বছরের কম চাকরি করলে উক্ত চাকরিকাল গণ্য করা হবে না। চার বছর বা এর বেশি চাকরি করলে মোট চাকরিকালের অর্ধেক গণ্য করা হবে। আর কোনো শিক্ষকের সরকারি হিসেবে নিয়মিতকরণের আদেশ প্রদানের তারিখ হতে তার ক্যাডারের প্রভাষক পদে জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হবে এবং তিনি ক্যাডারের প্রভাষক পদে নিয়োগকৃত সর্বশেষ কর্মকর্তার নীচে অবস্থান করবেন।

সূত্র জানায়, সরকার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ সরকারি করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে দুই দফায় ২৬৩টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ করতে যাচাই-বাছাইয়ের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

জাতীয়করণে ক্যাডার

২০ পৃষ্ঠার পর

কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু জাতীয়করণ করা কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তি ও জ্যেষ্ঠতা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, বর্তমানে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক বিভিন্ন সরকারি কলেজে ও দপ্তরে চাকরিরত আছেন। আর নতুন ২৬৩টি কলেজ জাতীয়করণ হলে আরো প্রায় আট হাজার শিক্ষক সরকারি হবেন। জাতীকরণের অপেক্ষায় থাকা শিক্ষকরা বলছেন, সর্বশেষ ৩৪তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এখন আগামী বছরে আড়াইশ কলেজ সরকারিকরণ ও আমাদের চাকরি আত্তীকরণ হলে আমাদের অবস্থান থাকবে তাদেরও নীচে।

'ছাত্রদের অধীনে চাকরি করতে হবে'

রফিকুল আলম নামে এক শিক্ষক বলেন, আমাদের ছাত্ররা অনেকেই বিসিএস দিয়ে চাকরি করছেন। ২০ থেকে ৩০ বছর চাকরি করার পর আমাদেরকে আমার ছাত্রদের অধীনে চাকরি করতে হবে। তাই আমাদের দাবি আমরা যেদিন হতে চাকরি শুরু করেছি সেদিন থেকেই আমাদের জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হোক।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহেদুল খবীর চৌধুরী বলেন, আমরা চাই তারা নন ক্যাডারে থাকুক এবং তাদের জন্য পৃথক বিধিমালা হোক। ওই বিধিমালার আলোকেই তাদের পদোন্নতি বদলিসহ সব কিছুই হবে। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের বিধি অনুযায়ী বেসরকারি কলেজ আত্তীকরণের মাধ্যমে সরকারি হওয়া কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডার হিসেবে অন্তর্ভুক্তিরও সুযোগ নেই বলে তিনি জানান।

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, এতোদিন এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের নিয়োগ প্রক্রিয়া যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল। বেশিরভাগ শিক্ষক টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেয়েছেন। অদক্ষরাও টাকা দিয়ে সহজেই নিয়োগ পেয়ে গেছেন। আগে সাধারণত বেছে বেছে দেশের ভালো কলেজগুলো সরকারি করা হতো। কিন্তু এবার একযোগে বিপুলসংখ্যক কলেজ সরকারি করায় অনেক অযোগ্য কলেজই তালিকায় ঢুকে গেছে।

এই মতের বিরোধিতা করে সাভারে জাতীয়করণের অপেক্ষায় থাকা একটি কলেজের শিক্ষকরা বলেন, বেসরকারি এবং সরকারি কলেজের সিলেবাস একই। সরকারি কলেজের চেয়ে বেসরকারি কলেজের পরীক্ষার ফলও ভালো। অনেক ভালো ও যোগ্য শিক্ষক আছেন বেসরকারি কলেজে। শুটি কয়েক খারাপ উদাহরণ দিয়ে কোনো কিছু মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, 'জাতীয়করণ হওয়া বিপুলসংখ্যক শিক্ষককে আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। পদোন্নতি ও বদলিতে ঝামেলার সৃষ্টি হবে। আমরা চাই আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০ সংশোধন এবং জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের নন ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক'।